সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫৫১

২/ সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৪৭. জামা'আত পরিত্যাগের ব্যাপারে সাবধান বাণী

باب فِي التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

আরবী

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ مَغْرَاءٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ " . قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ " لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّى " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنْ مَغْرَاءٍ أَبُو إِسْحَاقَ .

صحيح : دون جملة العذر ، وبلفظ : (ولا صلاة له) : المشكاة

বাংলা

৫৫১। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনা সত্ত্বেও কোনরূপ ওজর ছাড়া (বিনা কারণে) জামা'আতে সালাত আদায়ে বিরত থাকে তার অন্যত্র (একাকী) সালাত কবুল হবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ওজর কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ভয়-ভীতি অথবা অসুস্থতা। [1]

সহীহ : ওজর সম্পর্কিত বাক্যটি বাদে। এছাড়া(ولا صلاة له) শব্দে মিশকাত।

English

Narrated Abdullah ibn Abbas:

If anyone hears him who makes the call to prayer and is not prevented from joining the congregation by any excuse--he was asked what an excuse consisted of and replied that it was fear or illness--the prayer he offers will not be accepted from him.

ফুটনোট

[1] বায়হাক্বী ‘সুনানুল কুবরা’ (৩/৭৫), হাকিম (১/পৃঃ ২৪৫), দারাকুতনী (১/পৃঃ ৪২১), সকলেই আবূ জানাব সূত্রে। সনদের আবূ জানাব দুর্বল এবং মুদাল্লিস, পাশাপাশি তিনি এটি আন্ আন্ শব্দযোগে বর্ণনা করেছেন। হাফিয বলেন, হাদীসটি কাসিম স্বীয় ‘মুসনাদে’ মাওকুফ ও মারফূভাবে শু‘বাহ থেকে ‘আদী ইবনু সাবিত সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে মারফূ হিসেবে ‘‘অবশ্য ওযরের কথা ভিন্ন’’ কথাটি বলেননি। এছাড়া হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, বাক্বী ইবনু মুখাল্লাদ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান ও হাকিম ‘আবদুল হামীদ ইবনু রাইয়ান সূত্রে হুসাইন থেকে রাজা থেকে এ শব্দেঃ ‘‘যে ব্যাক্তি আযান শোনা সত্ত্বেও কোনো ওযর ব্যতীত সাড়া দিলো না তার সালাত নেই।’’ এরূপে মারফূভাবে। এর সনদ সহীহ। অতঃপর এর কতগুলো শাহিদ হাদীস বর্ণনা করেন, যার অন্যতম হলো আবূ মূসা আল-আশ‘আরীর হাদীস। যা বর্ণিত হয়েছে আবূ বাকর ইবনু ‘আয়্যাশ সূত্রে আবূ হুসাইন থেকে তিনি আবূ বারজাহ থেকে তার পিতার সূত্রে মাওকুফভাবে। এবং আরো বর্ণনা করেছেন সিমাক আবূ বারজাহ থেকে তার পিতার সূত্রে মাওকুফভাবে। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, মাওকুফ হওয়াই অধিক সহীহ।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ আল্লামা আলবানী একাডেমী □ বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=57869

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন